দৈনিক সংবাদ

১৪/৫/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৬......

মহীপুর কলেজে ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

টিয়ার গ্যাসে ২০ আহত ।। গ্রেফতার ২

ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষা ভণ্ডুল

কলেজের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে অগ্নিসংযোগের পর ধ্বংসস্তূপ —সংবাদ

ল্যাবরেটরির ভাঙাচোরা ও দগ্ধ আলমারি —সংবা

জয়পুরহাট থেকে আমিনুল হক বাবুল ঃ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর, হাঙ্গামা ও অগ্নিসংযোগের মুখে ১২ই মে মহীপুর হাজী মোহসীন সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ একুশ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও চার রাউন্ড শটগানের গুলি ছোড়ে। অবাধ নকল করতে না পারায় মঙ্গলবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষসহ কিছু শিক্ষক বলে অভিযোগে জানা গেছে। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও মঙ্গলবাড়ি কলেজের পরীক্ষার্থীদের অবাধ নকলের সুযোগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি ও আশা ছিল।

পরীক্ষার প্রথম দিনেই ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষায় কড়াকড়ি ও ৯ জন বহিষ্কৃত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীদের একাংশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গতকাল শনিবার ইংরেজি ২য় পত্রের পরীক্ষা হলে শিক্ষকরা ছাত্রদের নকলের কাগজপত্র নিয়ে নেন এবং কড়া ব্যবস্থাধীনে পরীক্ষা চালানোর জন্য অটল থাকেন। এতে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পরীক্ষা হলে হইচই সৃষ্টি করে পরীক্ষা শুরুর পরক্ষণেই (সকাল ১০-০৫ মিনিটে)। এরপর শুরু হয় কলেজের বিভিন্ন কক্ষে বেঞ্চ ও আসবাবপত্র ভাঙচুর, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে অগ্নিসংযোগ। এ সময় পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আসা কিছু ব্যক্তি ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। ইট-পাটকেলে দারোগা নূর হোসেন আকন্দসহ ৪ জন পুলিশ ও ১৫/২০ জন পরীক্ষার্থী আহত হয়। নকলবাজ ছাত্ররা সাধারণ নিরীহ পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেয় এবং পরীক্ষার হল থেকে জোর করে বের করে দেয়। এ সময় শিক্ষক ও সাধারণ পরীক্ষার্থীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে চার দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে প্রাণভয়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে [illegible] রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ও ৪ র[illegible] শটগানের গুলি ছোড়[illegible] অধিকাংশ খাতা জমা না দি[illegible] পালিয়ে যায়। বহু খা[illegible] কলেজের বিভিন্ন স্থানে প[illegible] থাকতে দেখা যায়। কিছু খা[illegible] নকলবাজ ছাত্ররা পুড়িয়ে দে[illegible] হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীরা কলেজে[illegible] ফ্যান, আলমারি ইত্যাদি ভে[illegible] ফেলে। মহীপুর হাসপাতালে[illegible] অন্যান্য স্থানে আহত[illegible] প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়।

নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা সাধারণ ছাত্রদের খাতা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে —সংবাদ

ভাঙা বেঞ্চ-সিলিংফ্যান —সংব

কলেজের মারমুখী ছাত্ররা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে তাণ্ডবলীলা চালায়। তাদের নিক্ষিপ্ত ইট-পাটকেলে ১৫/২০ জন ছাত্র ও একজন দারোগাসহ ৪ জন পুলিশ আহত হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৪ জন ছাত্রকে আটক করা হলেও দুই জন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ছাত্র কলেজের জানালা ভেঙে পালিয়ে যায়। অন্য দুই জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের জন্য এয়ার জয়পুরহাট জেলার সবগুলো কলেজের [illegible]ক্ষার্থীদের নিজ নিজ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রের [illegible] ভিন্ন ভিন্ন কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা [illegible]বস্থা করা হয়। জেলা প্রশাসনে তিনটি [illegible]জ চিহ্নিত হয়েছে (মঙ্গলবাড়ি, শহীদ [illegible] কলেজ)। এবার নকলবাজির অবাধ [illegible]দেশে পরিচিত মঙ্গলবাড়ি এম এম [illegible]ট সদর উপজেলা) ছাত্রছাত্রীদের [illegible] মহীপুর হাজী মোহসীন সরকারি [illegible]ঙ্গলবাড়ি কলেজের পরীক্ষার্থীর [illegible]ধ্য, জয়পুরহাট জেলা সদর [illegible]র দূরে গ্রামাঞ্চলের এই [illegible]রিশালসহ বিভিন্ন জেলা [illegible]নাম তালিকাভুক্ত করে। [illegible] সুবিধা এবং পরীক্ষা [illegible]র ছাত্ররা মঙ্গলবাড়ি

কলেজের দরজা-জানালা ভাঙচুর হয়েছে অনেক ভাঙা

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় থমথমে, ছাত্রশূন্য অব[illegible] গ্রেফতারের আশঙ্কায় সবাই পলাতক। ঘটনার স[illegible] পরীক্ষা কেন্দ্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বি[illegible] পাঁচবিবির ইউএনও, ওসি উপস্থিত ছিলেন। [illegible] সহকারী পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে[illegible] রোববার (১৩ই মে) নির্ধারিত পরীক্ষা যথাস[illegible] অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কেন্দ্রের সচিব ও মহী[illegible] কলেজের অধ্যক্ষ তাৎক্ষণিক এক পত্রে (স্মারক[illegible] ২১৬, তারিখ ১২-০৫-০১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচি[illegible] মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট মহলকে ঘটনা জা[illegible] ইংরেজি ২য় পত্রের 'পরীক্ষা ভণ্ডুল' হওয়ার কারণ[illegible] পুনরায় সুবিধামতো সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের অনু[illegible] জানিয়েছেন।

ওই চিঠিতে কেন্দ্রে মঙ্গলবাড়ি কলে[illegible] পরীক্ষার্থীদের দ্বারা ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযো[illegible] ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া আগ[illegible] পরীক্ষাগুলো 'কঠোর নিরাপত্তা' ব্যবস্থার মাধ[illegible] যথারীতি সেখানে অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জা[illegible] হয়েছে। ইংরেজি ২য় পত্র পরীক্ষার দিন জেলায় বি[illegible] কেন্দ্রে ৫৩ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। বহি[illegible] হয়েছে মঙ্গলবাড়ি কলেজ কেন্দ্রে ১৮ জন, জয়পু[illegible] সরকারি কলেজে ২ জন, সরকারি মহিলা কলেজে [illegible] জন, শহীদ জিয়া কলেজে ৪ জন, পাঁচবিবি কলেজে [illegible] জন, শিরটি কলেজ ৭ জন, কালাইতে ৫ [illegible] আক্কেলপুর কলেজে ৬ জন ও ক্ষেতলাল কলেজে[illegible]